45

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL. 23 1998 ..
পৃষ্ঠা: 2 কলাম 2 ..

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিশ্বব্যাংক

কাশেম হুমায়ূন ॥ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার মান ও কারিকুলাম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার মান সন্তোষজনক না হওয়ায় বিশ্বব্যাংক এ খাতে নতুনভাবে অর্থ সাহায্য দিতে রাজি হচ্ছে না।

জানা গেছে, বিশ্বব্যাংকের একটি মিশন এখন বাংলাদেশে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং শিক্ষার প্রসারে অর্থ সাহায্য করাই হচ্ছে এই মিশনের উদ্দেশ্য।

দুই বছর আগে বিশ্বব্যাংকের একটি মিশন ঢাকায় এসেছিল। ওই মিশন ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 'হতাশাজনক' প্রতিবেদন পেশ করে। এবারের মিশনটি আগের মিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জানিয়েছে, এদেশের শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, বর্তমানে ঢাকায় অবস্থানকারী বিশ্বব্যাংকের মিশনটি ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের নেতিবাচক মনোভাবের কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাংক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে এনজিওগুলোকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দিয়েছে।

সূত্রটি জানান, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার মান সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন করতে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। উচ্চ শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিশ্বব্যাংক মিশনকে বোঝাতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমান সরকার কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরমুক্ত করতে হলে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হলে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সফররত বিশ্বব্যাংক মিশনকে জানিয়েছে যে, শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি ধাপে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করেছে। ভবিষ্যতে শিক্ষার সব পর্যায়ে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক মিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বক্তব্য শুনেছেন। তবে মিশনের নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। ওয়াশিংটন ফিরে গিয়ে মিশন বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে তাদের প্রতিবেদন পেশ করবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সাহায্যের বিষয়টি নির্ভর করছে এই মিশনের প্রতিবেদনের উপর।